সমকাল

তারিখ 12 MAR 2017
পৃষ্ঠা 6 কলাম 6

শিক্ষার্থীদের জীবন নিয়ে চসিকের ছিনিমিনি!

যথাযথ পদক্ষেপ না নিয়ে 'অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ' ভবনে চলছে ৩৮টি স্কুলের কার্যক্রম

■ স্বপন কুমার মল্লিক, *চট্টগ্রাম ব্যুরো*

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ৩৮টি (চসিক) স্কুলের কার্যক্রম চলছে মেয়াদোত্তীর্ণ ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে। এর মধ্যে ২০টি ভবন অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

চসিক শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি কাউন্সিলর নাজমুল হক ডিউক বলেন, 'আমাদের অনেক ভবন ঝুঁকিপূর্ণ। ঝুঁকি নিয়েই সেখানে ক্লাস করছে শিক্ষার্থীরা। তবে আর্থিক সংকটের কারণে একসঙ্গে সব ভবন সংস্কার করা যাচ্ছে না। তবে ধীরে ধীরে বিষয়টি সমাধান হয়ে যাবে।'

চসিক সূত্রে জানা গেছে, চসিকের ৫৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৮০টি ভবনের মধ্যে ৩৮টিই ঝুঁকিপূর্ণ। এর মধ্যে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে রেড মার্ক করা হয়েছে ২০টি ভবনকে। চসিকের প্রকৌশল বিভাগের উদ্যোগে পরিচালিত 'ইকলেকটিক' নামে একটি প্রকৌশল পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের জরিপে এ চিত্র উঠে আসে। প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মো. মুনিরুজ্জামান জানান, গত আগস্ট মাসে প্রতিষ্ঠানটি স্কুল ভবনগুলোকে লাল, অ্যাম্বার, হলুদ ও সবুজ—এ চার শ্রেণিতে ভাগ করে জরিপ রিপোর্ট চসিককে হস্তান্তর করে। রিপোর্ট অনুযায়ী, লাল চিহ্নিত ভবন ২০টি, ১৮টি অ্যাম্বার শ্রেণির। বাকিগুলো চলনসই।

অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ২০ ভবন হলো– চন্দনপুরা গুল এজার বেগম চসিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বলুয়ারদীঘি চসিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ভবন, লামাবাজার চসিক উচ্চ বিদ্যালয় ভবন, পশ্চিম বাকলিয়া চসিক কিন্ডারগার্টেন, হালিশহর আহম্মদ মিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ছালেজহুর চসিক কিন্ডারগার্টেন, ফিরোজশাহ চসিক বালিকা বিদ্যালয়, পাঠানটুলি চসিক বালক উচ্চ বিদ্যালয়, জরিনা-মফজল চসিক কলেজ, চরচাক্তাই চসিক উচ্চ বিদ্যালয়, পতেঙ্গা চসিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ভবন, পতেঙ্গা চসিক মহিলা কলেজ, পতেঙ্গা চসিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পোস্তার পাড় আসমা খাতুন বালিকা বিদ্যালয়, পূর্ব মাদারবাড়ি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কাপাসগোলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কৃষ্ণকুমারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও পাথরঘাটা মেনকা চসিক উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। এর মধ্যে কুসুমকুমারী স্কুল স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

চসিক সূত্রে আরও জানা যায়, এ পর্যন্ত মাত্র ১২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার করার ব্যাপারে আশ্বাস পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৬টি ভবন নির্মাণের সম্মতি দিয়েছে জাইকা। চট্টগ্রাম-১০ আসনের সাংসদ জিয়াউদ্দিন বাবলুর তত্ত্বাবধানে সংস্কার করে হবে আরও ছয়টি।

এ ব্যাপারে চসিকের প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা নাজিয়া শিরিন বলেন, 'কুসুমকুমারী স্কুল চলতি মাস থেকেই শিফট করা হয়েছে পাশের ভবনে। এর পর পূর্ব মাদারবাড়ি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পাঠানটুলি ও গুল এজার বেগম বিদ্যালয় শিফট করা হবে। এভাবে কিছু ভবন সংস্কার আর কয়েকটি স্কুল ভবন নতুন করে তৈরি করা হবে।'

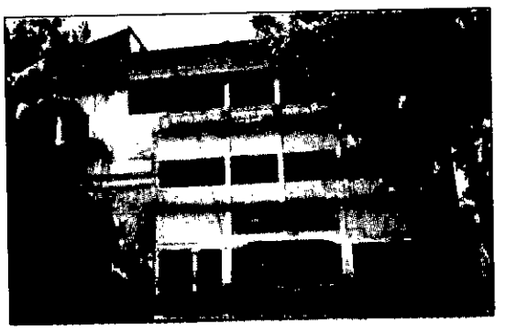

অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত ভবনেই চলছে চট্টগ্রামের গুল এজার বেগম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের কার্যক্রম। এভাবেই খসে পড়ছে ভবনের পলেস্তারা ■» সমকাল